নাহমাদুহু অ-নুসাল্লিআল্লা রাসুলিহিল করিম।

বেহেস্ত দোজখের বর্ণনা

ও

কেয়ামতের সংবাদ

—— :০*:০ ——

দ্বিতীয় ভাগ

ان يوم الفصل كان ميقاتا ـ

"নিশ্চয়ই বিচার নিষ্পত্তির দিবস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

হজরত ইস্রাফিল (আঃ)-এর দ্বিতীয়বার সিঙ্গা ফুৎকার করার সময় হইতে বেহেশ্‌তবাসিদিগের বেহেশ্‌ত ও দোজখবাসিদিগের দোজখে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত সময়কে প্রতিফল প্রদান বা হিসাবের দিবস বলা হইয়াছে।

কোর-আন শরিফে উক্ত সময়কে ৫০ সহস্র বৎসর কাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল্লাহতায়ালা উক্ত দিবসের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন। সেই দিবস সমাজপতি, রাজা, বাদশাহ প্রভৃতি যাবতীয় শক্তিশালী লোকদের কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা একটি শিঙ্গা সৃষ্টি করিয়াছেন, দুনইয়ার ন্যায় বিস্তৃত উহার একটি মুখ আছে. উহার চারিটি শাখা আছে. একটি সূর্য্য-উদয় স্থলে, দ্বিতীয়টি উহার অস্তস্থলে, তৃতীয়টি সপ্তম স্তর জমিনের নিম্নদেশে এবং চতুর্থটি সপ্তম আকাশের উপরি অংশে পৌঁছিয়াছে। আদমিদিগের শ্রেণীর অনুপাতে উহার অনেকগুলি দ্বার আছে

একটি পয়গম্বরগণের আত্মাগুলির জন্য, দ্বিতীয়টি জ্বেনদিগের রুহগুলির জন্য, তৃতীয়টি মনুষ্যদিগের রুহসমূহের জন্য, এইরূপ শয়তান, হিংস্র, বন্য ও চতুষ্পদ পশু, সর্প, বৃশ্চিক ও কীট ইত্যাদি ৭০ প্রকার পৃথক পৃথক শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক দ্বার নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। উহা হজরত ইস্রাফিল ফেরেশতার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। তিনি আল্লাহতায়ালার আদেশের অপেক্ষায় উহা মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন। তিনি উহাতে কয়েকবার ফুৎকার করিবেন। প্রথম ফুৎকারে আল্লাহতায়ালা যাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, তদ্ব্যতীত আসমান ও জমিনের যাবতীয় বস্তু আতঙ্কিত ও বিব্রত হইয়া পড়িবে। তৎপরে তিনি উহা বহুক্ষণ ফুৎকার করিতে থাকিবেন, ইহাতে পাহাড়সমূহ বালুকাবৎ উড়িতে থাকিবে, আসমানসমূহ বিকম্পিত হইবে, নৌকা যেরূপ পানিতে দোলায়মান হয়, জমিন সেইরূপ দোলায়মান হইবে।

গর্ভিণী স্ত্রীলোকেরা গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে, প্রসূতিরা সন্তান-দিগের দুগ্ধ পান করান ভুলিয়া যাইবে, বালকেরা বৃদ্ধ হইয়া যাইবে, শয়তানের দল পলায়ন করিয়া জমিপ্রান্তে উপস্থিত হইবে, তখন ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে ফিরাইয়া দিবেন। জমিন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তারাকারাশি বিক্ষিপ্ত হইবে, সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। চন্দ্র জ্যোতিঃহীন হইয়া পড়িবে, জগতের সমস্ত প্রাণী প্রাণত্যাগ করিবে, কেবল হজরত জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল, আজরাইল, আর্শবাহক অষ্টজন ফেরেশ্তা ও শয়তান এই ১৩ জন জীবিত থাকিবেন। এই সময় আল্লাহতায়ালা হজরত আজরাইল (আঃ)-কে বলিবেন, আমি সমস্ত জগদ্বাসির পরিমাণ তোমার সাহায্যকারী সৃষ্টি করিয়াছি, আসমান ও জমিবাসিদিগের যাবতীয় শক্তি তোমাকে প্রদান করিয়াছি, অদ্য আমি তোমাকে কোপের পরিচ্ছদ পরিধান করাইলাম, তুমি

আরও কোপ ও পরাক্রম সহ ইবলিসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন কর, সমস্ত জ্বেন ও মনুষ্যের মৃত্যু যন্ত্রণার কয়েক গুণ তাহার উপর নিক্ষেপ কর, দোজখের ৭০ সহস্র শাস্তির ফেরেশ্‌তা উহার শৃঙ্খলরাশি সহ তোমার সহকারী থাকিবে। এবং তুমি দোজখের দারোগা মালেককে উহার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে বল। তৎশ্রবণে হজরত আজরাইল (আঃ) এরূপ আকৃতিতে অবতীর্ণ (নাজিল) হইবেন যে, যদি আসমান ও জমিনের যাবতীয় জীব উহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তৎপরে তিনি ইবলিছকে এরূপ ধমক দিবেন যে, সে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে এবং তাহার গলদেশ হইতে এরূপ ভয়াবহ শব্দ বাহির হইতে থাকিবে যে, আসমান ও জামিবাসিরা উহা শ্রবণ করিলে চৈতন্য-রহিত হইয়া পড়ে। তৎশ্রবণে হজরত আজরাইল (আঃ) বলিবেন, হে অপবিত্র (খবিছ) তুবি দণ্ডায়মান হও, আমি তোমার প্রাণনাশ করিব, তুমি বহু আয়ু পাইয়াছিলে, বহু জাতিকে ভ্রান্ত করিয়াছিলে। ইহাতে ইবলিছ সূর্য উদয় স্থলে পলায়ন করিবে, সেখানে হজরত আজরাইল (আঃ)-কে দেখিতে পাইবে, তৎপরে সূর্য্য অস্ত স্থলে পলায়ন করিয়া তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তখন সে সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু সমুদ্র তাহাকে স্থান দিবে না। ইহাতে সে পলায়ন করিতে সাধ্য সাধনা করিবে, কিন্তু কোন আশ্রয়স্থল প্রাপ্ত হইবে না। অবশেষে দুনইয়ার মধ্যস্থলে হজরত আদম (আঃ)-এর কবরের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে, হে আদম, তোমারই জন্য বিতাড়িত ও অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়াছি। তৎপরে সে আজরাইল (আঃ)-কে বলিবে, তুমি কিরূপ শাস্তিতে আমার রুহ বাহির করিয়া লইবে? তদুত্তরে তিনি বলিবেন, দোজখের অগ্নি দ্বারা তোমার প্রাণ সংহার করিব। ইবলিছ

মৃত্তিকায় গড়াইতে গড়াইতে একবার চীৎকার করিতে থাকিবে এবং একবার পলায়ন করিতে থাকিবে, এমন কি যে স্থানে সে আছমান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই স্থলে উপস্থিত হইবে। ভূতল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় হইয়া যাইবে, দোজখের ফেরেশ্‌তাগণ মুদগর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে থাকিবে, এইরূপ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে প্রাণ-ত্যাগ করিবে। তৎপরে আল্লাহতায়ালা সাগরসমূহকে বিনষ্ট হওয়ার আদেশ করিবেন, সমুদ্রগুলি রোদন করিয়া বলিতে থাকিবে, আমাদের তরঙ্গমালা ও বিস্ময়কর বিষয়গুলি এখন কোথায়! তখন আজরাইল (আঃ) সমুদ্রগুলিকে ভয়াবহ ধমকাইবেন, ইহাতে তৎসমস্তের পানি শুষ্ক হইয়া যাইবে। তৎপরে আল্লাহতায়ালা হজরত আজরাইল (আঃ)-কে বলিবেন, পর্ব্বতমালার আয়ু শেষ হইয়াছে, এখন তুমি তৎসমুদয়কে বিনষ্ট হইতে হুকুম কর, ইহাতে পর্ব্বতমালা ক্রন্দন করিয়া বলিতে থাকিবে, আমাদের আকৃতি ও উচ্চতা এখন কোথায়? তখন হজরত আজরাইল (আঃ) এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিবেন যে, তৎ-সমস্ত বিগলিত হইয়া যাইবে। তৎপরে আল্লাহতায়ালা জমিকে বিধ্বস্ত হইতে হুকুম করিবেন, ইহাতে উক্ত জমি রোদন করিয়া বলিবে, আমার বাদশাহগণ, বৃক্ষরাজি ও নদিসমূহ এখন কোথায়? হজরত আজরাইল (আঃ) ভয়ানক শব্দ করিবেন, ইহাতে উহার প্রাচীরগুলি ভূমিসাৎ হইবে এবং উহা রপানিগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। তৎপর তিনি আসমানের উপর আরোহণ পূর্ব্বক চীৎকার করিবেন, আসমানের তারকারাশি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণ মৃত্যু প্রাপ্ত হইবেন, কেবল হজরত জিবরাইল, মিকাইল, এস্রাফিল ও আজরাইল এই চারি ফেরেশ্‌তা জীবিত থাকিবেন. তৎপরে হজরত আজরাইল উক্ত

তিন ফেরেশ্তার প্রাণ বিনাশ করিবেন. তাঁহারা প্রত্যেকে প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইবেন। তৎপরে আল্লাহতায়ালা বলিবেন, হে মালাকোস মওত, তুমি বেহেশ্ত ও দোজখের মধ্যে উপস্থিত হইয়া নিজের প্রাণ নিজে বাহির কর, তিনি তাহাই করিবেন। তৎপরে আল্লাহতায়ালা বলিবেন "অদ্য কাহার রাজত্ব ?" তিনি তিন বার এইরূপ বলিয়া অবশেষে নিজেই বলিবেন, "অদ্বিতীয় পরাক্রান্ত আল্লারই রাজত্ব।" উপরোক্ত সময়কে প্রলয়কাল বলা যাইতে পারে।

তৎপরে হজরত জিবরাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল, আজরাইল, (আঃ) জীবিত হইবেন। হজরত ইসরাফিল (আঃ) আরশ হইতে সুরগ্রহণ করিয়া বেহেশ্তের দারোগা রেজওয়ানকে বলিবেন, তুমি বেহেশ্ত, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) ও তাঁহার উম্মতের জন্য সজ্জিত কর। হজরত জিবরাইল (আঃ) বোরাক, প্রশংসা পতাকা (লেওয়াওল হামদ) ও বেহেশ্তী পোষাক সহ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)—এর নিকট উপস্থিত হইবেন। হজরত আজরাইলের ডাকে তিনি সমুত্থিত হইবেন। হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহাকে বেহেশ্তী পোষাক প্রদান করিবেন। ইহাতে তিনি বলিবেন, হে জিবরাইল, ইহা কোন দিবস ? তিনি বলিবেন, ইহা কেয়ামতের দিবস। হজরত বলিবেন হে জিবরাইল, আমাকে সুসংবাদ প্রদান কর। তিনি বলিবেন, আমার নিকট বোরাক প্রশংসা পতাকা ও টুপি আছে। হজরত বলিবেন, আমি ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তিনি বলিবেন, আপনার জন্য বেহেশ্ত সজ্জিত করা হইয়াছে ও দোজখের দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে।

হজরত বলিবেন আমি এতদসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। গোনাহগার উম্মতের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, বোধ হয় তুমি

তাহাদিগকে পুলছেরাতের উপর ত্যাগ করিয়াছ হজরত ইস্রাফিল (আঃ) বলিবেন; আল্লাহতায়ালার শপথ করিতেছি, হে মোহাম্মদ (দঃ) আমি এখনও সুরে ফুৎকার করি নাই। ইহাতে হজরত বলিবেন, এক্ষণে আমার অন্তর আনন্দিত ও শান্তিপ্রদ হইল চক্ষু শীতল হইল। তখন তিনি টুপি মস্তকে ধারণ করত: বোরাকে আরোহন করিবেন। মনুষ্যের এক খণ্ড অস্থি স্থায়ী থাকিবে, তদুপরে আরশের নিম্নদেশ হইতে বারি-পাত হইতে থাকিবে, ইহতে তাহাদের সমস্ত দেহ গঠিত হইবে। সেই সময় হজরত ইস্রাফিল (আঃ) সুরে ফুৎকার করিয়া বলি-বেন, হে আত্মাসকল তোমরা আপন আপন দেহে প্রবেশ কর। ইহাতে সমস্ত মনুষ্য ও জীব জীবিত হইয়া যাইবে। উভয় সুর ফুৎকারের মধ্যে ৪০ বৎসর কাল ব্যবধান হইবে।

লোকে উলঙ্গ হইয়া সম্মুখিত হইবে, কিন্তু কেয়ামতের ভয়ঙ্কর অবস্থায় লোকে আত্মহারা হইয়া যাইবে, কেহ কাহারও লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইবে না। বরং আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবে। লোক গোর ভেদ করিয়া উঠিলে, একটি অগ্নি তাহাদিগকে হাসরের ময়দানের দিকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া যাইবে। শামের ছাহেরা নামক স্থানে সকলেই সমবেত হইবে, একদল লোক কোন যানের উপর আরোহন করিয়া, একদল পদব্রজে এবং তৃতীয় দল মুখের উপর ভর করিয়া হাসরের ময়দানে উপস্থিত হইবে। সেই সময় সূর্য এক মাইল নিকটে আনয়ন করা হইবে, লোকের আমলের পরিমাণ ঘর্ম্ম বাহির হইবে, কাহারও পদদ্বয় অবধি, কাহার কোমর, বুক বা গলা অবধি ঘর্ম্মে ডুবিয়া যাইবে। কাফেরেরা উহাতে নিমজ্জিত প্রায় হইবে। লোকে সূর্য্যের তাপে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যাইবে, ভীষণ ভীষণ আকৃতি দেখিয়া ও

ভয়াবহ শব্দ শুনিয়া বিব্রত হইতে থাকিবে, সহস্র বৎসর এই রূপ অতিবাহিত হইয়া যাইবে

লোক অস্থির হইয়া একত্রিত ভাবে পর পরে হজরত আদম নুহ, ইব্রাহিম, মুছা ও ইছা আলায়হেচ্ছালামের নিকট উপস্থিত হইবেন এবং উপরোক্ত বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ-তায়ালার নিকট সুপারিশ করিতে অনুরোধ করিবেন, তাঁহারা সকলেই অস্বীকার করিয়া বসিবেন, হজরত ইছা (আঃ) বলিবেন, তোমরা হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট গমন কর, তিনি এই কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। তখন লোক হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবেন, আপনিই খোদাতায়ালার প্রেমাস্পদ ও শেষ নবি আপনি আল্লাহতায়ালার নিকট সুপারিশ করিয়া আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। তিনি বলিবেন অদ্য ইহা আমারই কার্য্য। তখন তিনি বোরাকে আরোহন করিয়া আরশের নিচে "মকামে-মাহমুদ" নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া ছেজদায় মস্তক রাখিয়া আল্লাহতায়ালার এরূপ প্রশংসাবলী প্রকাশ করিবেন যাহা অন্য কেহ করিতে পারেন নাই। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে মোহাম্মদ তুমি মস্তক উত্তোলন কর, তোমার কথা শ্রবণ করা যাইবে, তোমার যাচঞা মঞ্জুর করা যাইবে এবং তোমার সুপারিশ গৃহীত হইবে। হজরত মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিবেন, খোদা! তোমার জিবরাইল তোমার এই ওয়াদা আমার নিকট পৌছাইয়া দিয়াছিলেন যে, তুমি অদ্য আমাকে রাজি করিবে। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, হাঁ, জিবরাইল সত্য কথা বলিয়াছিল। আমি তোমাকে রাজি করিব। তুমি চলিয়া যাও, আমি প্রত্যেকের হিসাব লইয়া প্রত্যেকের কার্য্যের প্রতিফল দিব। হজরত জমিতে অবতরণ করিলে, লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, খোদাতায়ালা আমাদের জন্য কি হুকুম করিয়াছেন?

উত্তরে তিনি বলিবেন, আল্লাহতায়ালা প্রত্যেকের হিসাব লইয়া প্রতিফল প্রদান করিবেন। এমতাবস্থায় একটি বৃহৎ জ্যোতিঃ ভয়ঙ্কর শব্দ সহ আসমান হইতে জমিতে অবতরণ করিবে, সকলে জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহা কি আল্লাহতায়ালার জ্যোতি ? ফেরেশ্‌তাগণ বলিবেন, আল্লাহ এইরূপ আকৃতি হইতে পবিত্র (পাক), তিনি জ্যোতিঃ হইতে পারেন না। আমরা প্রথম আছমানের ফেরেশ্‌তা শ্রেণী। তাঁহারা জমিনের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইবেন। এইরূপ প্রত্যেক আছমানের ফেরেশ্‌তাগণ জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করিয়া ভয়াবহ শব্দ করিতে করিতে জমিতে নামিয়া জমি প্রান্তে সারি সারি দণ্ডায়মান হইবেন। অবশেষে আরশের চারি পার্শ্বের ফেরেশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন। তৎপরে আল্লাহ হজরত ইস্রাফিলকে সুরে ফুৎকার করিতে বলিবেন, হজরত মুছা (আঃ) ব্যতীত সমস্ত মনুষ্য অচৈতন্য হইয়া পড়িবেন। এমতাবস্থায় আটজন ফেরেশ্‌তা আরশ্‌কে ধরিয়া জমির নিকট আনয়ন করিবেন। পুনরায় আল্লাহতায়ালা ইস্রাফিল ফেরেশ্‌তাকে সুর ফুৎকার করিতে হুকুম করিবেন, সুর ফুৎকার করিলে প্রথমে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) চৈতন্য প্রাপ্ত হইবেন' তৎপরে সমস্ত লোক চৈতন্য লাভ করিবেন। সেই সময় লোকে ফেরেশ্‌তা, জ্বেন, হুর, বেহেশ্‌ত, দোজখ, আরশ, নেকী বদী সমস্তই দেখিতে পাইবে। তখন চন্দ্র ও সূর্য্যের আলোক থাকিবে না, আল্লাহতায়ালা অন্য একটি জ্যোতিঃ সৃষ্টি করিবেন, উহাতে আছমান ও জমি আলোকময় হইয়া যাইবে, তৎপরে প্রথমে খোদাতায়ালা ফেরেশ্‌তাগনের উপর হুকুম করিবেন যে, তোমরা বান্দাগণকে চুপ করিতে বল। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া যাইবেন। তখন আল্লাহ বলিবেন, হে বান্দাগণ তোমরা আদমের জামানা হইতে দুনইয়ার শেষ পর্য্যন্ত রাত্র দিবা ভাল মন্দ বহু

কথা বলিয়াছ. আমি শ্রবণ করিতাম এবং আমার ফেরেশ্‌তাগণ লিপিবদ্ধ করিতেন. এক্ষণে তোমরা আমার একটি কথা শ্রবণ কর, অদ্য তোমাদের উপর অত্যাচার করা হইবে না, তোমাদের কার্য্য গুলি তোমাদিগকে প্রদর্শন করান হইবে এবং তৎসমস্তের প্রতিফল প্রদান করা হইবে। যদি কেহ সুফল প্রাপ্ত হয়, তবে খোদা-তায়ালার প্রশংসা করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। আর যদি কেহ অন্য প্রকার দর্শন করে, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে। সেই সময় বেহেশ্‌ত ও দোজখকে উপস্থিত করা হইবে, বেহেশ্‌ত অতি মনোরম ভাবে সজ্জিত করিয়া আনয়ন করা হইবে। দোজখকে সত্তর সহস্র শৃঙ্খল দ্বারা আকর্ষণ করা হইবে, প্রত্যেক শৃঙ্খল ৭০ সহস্র ফেরেশ্‌তা ধরিয়া টানিবেন। দোজখ হইতে অট্টালিকার ন্যায় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে থাকিবে। উক্ত দোজখ আল্লাহতায়ালার তছবিহ পড়িতে পড়িতে হুহুঙ্কার নাদে ভীষণ গর্জ্জন সহকারে তাঁহার নিকট জেন, মনুষ্য ও প্রতিমা ইত্যাদি হইতে নিজের খাদ্য প্রার্থনা করিবে, তাহার এই ভীষণ গর্জ্জন ও কোপ প্রদর্শনে সমস্ত লোক ত্রাসিত বিকম্পিত হইয়া হাঁটু পাতিয়া ভূপতিত হইয়া যাইবেন। উহার তাপ ও দুর্গন্ধ ৭০ বৎসরের পথ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে থাকিবে। প্রত্যেকে উহার ভীষণ আকৃতি দেখিয়া ধারণা করিবে যে, যদি সে দুনইয়ায় ৭০ জন নবীর নেকীর কার্য্য করিত, তবু এই দিবসের জন্য যথেষ্ট হইবে না।

তৎপরে আল্লাহতায়ালা আমলনামাগুলি (নেকী বদীর খাতা-গুলি) উড়াইয়া দিতে ফেরেশ্‌তাগণের উপর আদেশ করিবেন, ইমানদারগণ সম্মুখের দিক হইতে ডাহিন হস্তে ও কাফেরগণ পশ্চাতের দিক হইতে বাম হস্তে স্ব স্ব আমলনামা প্রাপ্ত হইবেন। আল্লাহতায়ালা কাফেরদিগকে অহেদানিয়ত ও শেরেক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন, তাহারা অস্বীকার করিবে যে, আমরা কখনও

শেরেক করিয়াছিলাম না। তখন তাহারা যে জমিনের উপর শেরক্ কোফর করিয়াছিল, সেই জমিনকে, আসমানের যে অংশের নীচে উপরোক্ত কার্য্য করিয়াছিল, সেই অংশকে, চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাশিকে, হজরত আদম (আঃ)-কে ও নেকী বদী লেখক ফেরেশ্‌তাগণকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ পেশ করা হইবে কিন্তু উক্ত কাফেরেরা তাহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবে। অবশেষে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সাক্ষ্যদাতা স্থির করিবেন। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিবে হাঁ, আমাদের দ্বারা এই এই কার্য্য করা হইয়াছিল. তখন তাহারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির উপর অভিসম্পাত করিয়া বলিবে, আমরা তোমাদের জন্য এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলাম, আর এখন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলে? তদুত্তরে উহারা বলিবে, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তোমাদের অনুগত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার আদেশে বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়া সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। তোমরাই অত্যাচারী হইয়া নিজের মালিকের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে বিপন্ন করিলে; আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে যে তোমাদের অনুগত করিয়া দিয়াছিলেন, তোমরা ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে না এবং ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলে না। আমরা সত্য কথা ব্যতীত কিছুই বলিতে পারি না। ইহাতে তাহারা নিরুত্তর হইয়া শেরক্ ও কোফরের একরার করিবে বটে, কিন্তু আবার অন্য প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিবে, আমরা তোমার হুকুম অবগত হইতে না পারিয়া এইরূপ করিয়াছি। তখন আল্লাহতায়ালা বলিবেন, আমি প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী (মোজেজা) সহ পয়গম্বরকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাঁহারা অতি সাবধানে অবিকল আমার হুকুম তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন,

এ ক্ষেত্রে তোমরা কিরূপে উহা অনবগত ছিলে ?

তখন তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট কোন পয়গম্বর আগমন করেন নাই বা কোন সংবাদ পৌঁছাইয়া দেন নাই। ইহাতে আল্লাহতায়ালা প্রথমে হজরত নূহ (আ:)-কে তাহার স্বজাতীর বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ পেশ করিবেন, তিনি বলিবেন, আমি বহু প্রকারে ৯৫০ বৎসর প্রকাশ্য ভাবে ও নির্জ্জনে স্পষ্ট স্পষ্ট দলীল ও নিদর্শন সহ খোদাতায়ালার অহেদানিয়ত ও আমার পয়গম্বরীর সংবাদ তোমাদের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি, আমি এ সম্বন্ধে সাধ্য সাধনা করিতে একটু মাত্রও ত্রুটি করি নাই। আমি অমুক অমুক সভায় তোমাদিগকে এই এইরূপ কথা বলিয়াছিলাম, আর তোমরা এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলে। কাফেরেরা স্পষ্ট অস্বীকার করিয়া বলিবে, আমরা আপনাকে জানি না এবং আপনার নিকট কোন সংবাদ শ্রবণ করি নাই। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, হে নূহ! তুমি যে তাহাদের নিকট আমার হুকুম পৌঁছাইয়াদিয়াছিলে, ইহার সাক্ষী আনয়ন কর, তিনি বলিবেন হে খোদা। হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত আমার সাক্ষী।

তখন হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের আলেম, ছিদ্দিক ও শহিদগণকে উপস্থিত করা হইবে। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, নুহ নবি নিজের উম্মতকে আমার হুকুম পৌঁছাইয়াদিয়াছিলেন কিনা, এ সম্বন্ধে তোমরা কিছু জান কি? তাহারা বলিলেন হাঁ আমরা সাক্ষী আছি। কোর-আন মজিদে আছে যে, হজরত নূহ ৯৫০ বৎসর তোমার হুকুম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উম্মতেরা উহা অমান্য করিয়া মহা প্লাবনে নিমজ্জিত হইয়াছিল। কাফেরেরা বলিবে তোমরা আমাদের জামানায় ছিলে না। আমাদের অবস্থা পরিদর্শন কর নাই, এবং আমাদের কথা

শ্রবণ কর নাই, এক্ষেত্রে তোমাদের সাক্ষ্য আমাদের বিরুদ্ধে গ্রহণীয় হইতে পারে না। হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) বলিবেন, আমার উম্মতেরা সত্য কথা বলিতেছে, ইয়া আল্লাহ, তুমি এ সম্বন্ধে আমার উপর ওহি নাজিল করিয়াছিলে, তাহারা উক্ত ওহির দ্বারা উহা অবগত হইয়াছি। ইহাতে কাফেরেরা নিরুত্তর হইয়া যাইবে। এইরূপ অন্যান্য পয়গম্বরের উম্মতেরা নিরুত্তর হইবে। অবশেষে তাহারা আর এক প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিবে, প্রকৃত পক্ষে আমরা বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ ভ্রম করিয়াছি, কিন্তু ইহা শয়তানের চক্রে পড়িয়া করিয়াছি, উক্ত শয়তানকে ইহার শাস্তি প্রদান কর, আমাদিগকে পুনরায় দুনইয়ায় প্রেরণ কর, আমরা তোমার হুকুম মান্য করিব। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়াছি এবং অনেক কাল অবকাশ দিয়াছি, এখন তোমাদের দুনইয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব, তোমাদের কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। তখন কাফেরদিগের সমস্ত সৎকার্য্য বাতীল করা হইবে।

তৎপরে আল্লাহতায়ালা হজরত আদম (আঃ)-কে বলিবেন, হে আদম, তুমি নিজ বংশধরগণের মধ্য হইতে দোজখের খাদ্য বাহির করিয়া দাও! তৎশ্রবণে তিনি বলিবেন, কি পরিমাণ লোক বাহির করিয়া দিতে হইবে? ইহাতে আল্লাহতায়ালা বলিবেন, প্রত্যেক সহস্র হইতে (একজনকে বেহেশ্‌তের জন্য রাখিয়া) ৯৯৯ জনকে দোজখের জন্য বাহির করিয়া দাও। ইহা শ্রবণে বালকেরা বৃদ্ধ হইয়া যাইবে।

তৎপরে জাহান্নাম হইতে একটি গ্রীবা বাহির হইবে, উহার দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ ও রসনা থাকিবে। সেই গ্রীবাটি মোশরেক, অহঙ্কারী, প্রাণহত্যাকারী ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারী, এই

কয় শ্রেণীকে মুখে করিয়া লইয়া দোজখে নিক্ষেপ করিবে।

আল্লাহতায়ালা তন্মধ্যে একদলকে বলিবেন, তোমরা নিজেদের উপাস্য দেবতাগণের নিকট হইতে নিজেদের কার্য্য কলাপের প্রতিফল চাও। ইহাতে ধর্ম্মদ্রোহীরা শয়তানের নিকট উপস্থিত হইবে, শয়তান অগ্নি স্তূপের উপর আরোহণ করিয়া বলিবে, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহতায়ালা ছিলেন, তাঁহার হুকুম সত্য ছিল। আমি তোমাদের ও তোমাদের পিতৃগণের শত্রু, আমি যদিও তোমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলাম, তথাচ আমি কাহারও প্রতি বল প্রয়োগ করি নাই, তোমরা নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ আমার কুমন্ত্রণা সত্য বুঝিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলে, এখন তোমরা আমার প্রতি ধিক্কার দিও না, নিজেদের উপর ধিক্কার দাও। আমার দ্বারা পরিত্রাণ লাভের আশা করিও না। তাহারা নিরাশ হইয়া তাহার উপর ধিক্কার দিতে থাকিবে তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করিবে।

এমাম বোখারী ও মোছলেম উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহতায়ালার উপর আত্মনির্ভর করে, মন্ত্র পাঠকারীকে আহ্বান করে না এবং জন্তু উড়িয়া যাইতে দেখিয়া বা উহার শব্দ শুনিয়া অশুভের লক্ষণ ধারণা করে না, এইরূপ ৭০ সহস্র লোক বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।

তেরমজি ও আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রত্যেক সহস্রের সহিত আরও ৭০ সহস্র বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে দাখিল হইবে। আবু নইম, তেবরানি, আবু ইয়ালি ও বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নোক্ত কয়েক দল বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেন :—

১) সহিদগণ। ২) যাহারা অহোরাত্র আল্লাতায়ালার জেকরে নিমগ্ন থাকেন। ৩) যাহারা তাহাদের নামাজ পড়িতে অভ্যস্ত ছিলেন। ৪) যাহারা অত্যাচারগ্রস্ত হইলে, ধৈর্য্যধারণ করিতেন,

কাহারও দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে মার্জ্জনা করিতেন, কেহ অভদ্রতা করিলে সহ্য করিয়া লইতেন। ৫। যাহারা বিপদকালে ধৈর্য্য ধারণ করিতেন। যাহারা আল্লাহতায়ালার জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করিতেন, তাঁহার জন্য সংব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও তাঁহার পথে সদ্ব্যয় করিতেন। যাহারা বিপদে সম্পদে আল্লাহ-তায়ালার প্রশংসা করিতেন। যাহারা কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছেন।

তৎপরে লোক শ্রেণী শ্রেণী হইয়া একস্থানে সমবেত হইবেন। নামাজিরা এক স্থানে, রোজাদারেরা এক স্থানে, এইরূপ প্রত্যেক সৎকার্য্যকারী দল এক এক স্থানে সমবেত হইবেন। অত্যাচারিরা এক স্থানে, সুদখোরেরা এক স্থানে, এইরূপ পাপানুষ্ঠানকারিরা এক এক স্থানে সমবেত হইবে। এইরূপ প্রত্যেক উম্মত নিজ নবির নিকট উপস্থিত হইবে। এমতাবস্থায় নেকী বদী ওজন করার জন্য পাল্লা স্থাপন করা হইবে এবং লোকের নিকট হইতে হিসাব লওয়া হইবে।

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, আমি সেই দিবস ন্যায় বিচারের পাল্লা স্থাপন করিব, কোন শ্রেণীর উপর একবিন্দু পরিমাণ অত্যাচার করা হইবে না।

যদি কেহ একটি সরিষা পরিমাণ আমল করিয়া থাকে, তবে আমি উহার প্রতিফল প্রদান করিব।

বিচার দিবসে একটি লোককে আনয়ন করা হইবে, তাহার একটি নেকীর অভাব হইবে, এজন্য সে ব্যতিব্যস্ত হইবে। এমতাবস্থায় আল্লাহতায়ালা বলিবেন, তোমার একটি নেকী আমার নিকট গচ্ছিত আছে। একরাত্রে তুমি নিদ্রাবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে ঈষৎ চৈতন্যলাভ করিয়া "আল্লাহ" বলিয়াছিলে, তৎপরে তোমার উপর নিদ্রা প্রবল হইলে তুমি উক্ত জেকর ভুলিয়া

গিয়াছিলে। সেই জেকরের নেকী তাহার পাল্লায় স্থাপন করা হইলে, নেকীর পাল্লা ঝুকিয়া যাইবে এবং সে ব্যক্তি বেহেশ্‌ত প্রাপ্ত হইবে। এক জনের নেকী বদীর পাল্লা সম ওজন হইবে, আল্লাহ বলিবেন, এক দিবস ঐ লোকটি নিজের "মাতার" সমক্ষে "আহা" এই শব্দটি বলিয়াছিল। ইহাতে তাহার মাতার অন্তর ব্যথিত হইয়াছিল, এই গোনাহটি বদীর পাল্লায় স্থাপন করা হউক, এই জন্য উক্ত পাল্লা ঝুকিয়া যাইবে এবং তাহাকে দোজকে যাওয়ার হুকুম করা যাইবে।

যাহার নেকী বদী উভয় পাল্লা সম ওজন হইবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্‌ত ও দোজখের মধ্যদেশে আ'রাফ নামক স্থানে আবদ্ধ থাকিবে।

এক দিবস হজরত (ছাঃ) বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বিচার সহজ করিও। হজরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমল নামা পরিদর্শন করিয়া যাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহার হিসাব সহজ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। হিসাব কালে যাহার নিকট কইফিয়ত তলব করা হইবে, সে ব্যক্তি শাস্তিগ্রস্ত হইবে। এই হাদিসটি এমাম আহমদ উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, নামায় আ'মাল তিন প্রকার, এক প্রকারে শেরক (কোফর) থাকিবে, আল্লাহতায়ালা উহা মার্জ্জনা করিবেন না। আর এক প্রকারে লোকের উপর অত্যাচারের গোনাহ থাকিবে, যতক্ষণ একে অন্যের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, ততক্ষণ আল্লাহতায়ালা উহা মার্জ্জনা করিবেন না। আর এক প্রকারে খোদার হুকুম অমান্য করার গোনাহ থাকিবে। আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিতে পারিবেন, আর তিনি ইচ্ছা করিলে উহা মার্জ্জনা করিয়া দিতে পারিবেন। এই হাদিসটি

বয়হকী উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, আদম সন্তান কেয়ামতের দিবস যতক্ষণ নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় জিজ্ঞাসিত না হইবে ততক্ষণ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না। (১) বয়সটি কি কার্য্যে নষ্ট করিয়াছিল (২) যৌবনটি কি ভাবে অতিবাহিত করিয়াছিল। (৩) টাকা কড়ি কি ভাবে উপার্জ্জন করিয়াছিল। (৪) উহা কি ভাবে ব্যয় করিয়াছিল। শরিয়ত অবগত হইয়া কি কার্য্য করিয়াছিল, তেরমজি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, দরিদ্র হেজরতকারিগণ অর্থশালী হেজরত কারি দল অপেক্ষা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বেহেশ্তে গমন করিবেন। সাধারণ অর্থশালী মুসলমানগণ, দরিদ্রদিগের বেহেশ্তবাসি হওয়ার ৫ শত বৎসর পরে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবেন। এই হাদিসটি মোছলেম ও তেরমজি বর্ণনা করিয়াছেন।

হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, হে রাসুল! আপনি কি কেয়ামতে পরিজনদিগকে স্মরণ রাখিবেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তিন সময় কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না।

(১) পাল্লা স্থাপনের সময় যতক্ষণ না বুঝিতে পারিবে যে, তাহার (নেকীর) পাল্লা হাল্কা হয় কিম্বা ভারি হয়। (২) আমলনামা প্রাপ্তির সময় যতক্ষণ না জানিতে পারে যে, উহা ডাহিন হাতে প্রাপ্ত হইবে কিম্বা পৃষ্ঠের দিক হইতে বাম হাতে প্রাপ্ত হইবে। (৩) যে সময় দোজখের পৃষ্ঠের উপর পোলছেরাত স্থাপন করা হইবে। আবু দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সেই সময় দুইটি লোক উপস্থিত হইবে, একটি লোকের একটি নেকী অভাব হইবে, দ্বিতীয় লোকটির কেবল একটি নেকী থাকিবে, আল্লাহতায়ালা প্রথম লোকটিকে হুকুম দিবেন যে, কোন লোকের নিকট হইতে একটি নেকী আনয়ন করিতে পারিলে, তুমি উদ্ধার

পাইবে, সে ব্যক্তি মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নি, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের নিকট নেকী যাচঞা করিবে, কিন্তু কেহ তাহাকে উহা দিতে রাজী হইবে না। অবশেষে দ্বিতীয় লোকটি বলিবে, আমি তোমাকে আমার নেকীটি প্রদান করিলাম। আল্লাহতায়ালা অনুগ্রহ (রহমত) করিয়া উভয়কে মার্জ্জনা করিয়া বেহেশ্ত প্রদান করিবেন।

তেরমজি রেওয়ায়েত করিয়াছেন, একটি লোককে আনয়ন করা হইবে, ৯৯টি গোনাহ কার্য্যের খাতা যাহার এক একটি দৃষ্টিস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে তাহার নিকট প্রকাশ করা যাইবে। তৎপরে আল্লাহতায়ালা বলিবেন, তুমি কি এই সমস্তের মধ্যে কোন একটি গোনাহ অস্বীকার কর? আমার লেখক ফেরেশ্তাগণ কি তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছেন? তোমার কি কোন আপত্তি আছে? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিবে, না। আল্লাহ বলিবেন, অদ্য আমি কাহারও প্রতি অত্যাচার করিব না, আমার নিকট তোমার একটি নেকী আছে, তখন একখানা পত্র বাহির করা হইবে, উহাতে সাহাদাত কলেমা লিখিত থাকিবে। তৎপরে ৯৯টি দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট খাতা এক পাল্লাতে, আর সেই কলেমা লিখিত পত্রখানা অপর পাল্লাতে স্থাপন করা হইবে, ইহাতে সমস্ত পাপের খাতা হাল্কা ও কলেমা লিখিত খাতা ভারি হইয়া যাইবে। আল্লাহতায়ালার নামের সম ওজন কোন বস্তু হইতে পারে না। এমাম বোখারী এই হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন,—দুইটি কলেমা পাল্লাতে সমধিক ভারি হইবে।

"ছোবহানাল্লাহে, বেহামদেহি. ছোবহানাল্লাহেল্ আজিম"।

এমাম মোসলেম এই হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন,—"ছোবহানাল্লাহ", পাল্লার অর্দ্ধেক হইবে, আর "আল্হামদোলিল্লাহ" উহা পূর্ণ করিয়া দিবে।

আবু ইয়ালি উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বিচার দিবসে সমস্ত লোককে একত্রিত করিবেন, লেখক ফেরেশ্‌তাগণ যাহা স্মরণ রাখিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত আনয়ন করা হইবে। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, এখন তোমরা তদন্ত কর, আর কিছু বাকি আছে কি? তাঁহারা বলিবেন, আমরা যাহা যাহা অবগত হইয়াছি তাহা স্মরণ রাখিয়াছি, তৎ সমস্ত আয়ত্ত ও লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটি করি নাই। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, আমার নিকট উহার একটি নেকী আছে, তোমরা অবগত নও, আমি উহার সুফল প্রদান করিব। উহা অস্পষ্ট (খফি) জেকর।

বাজ্জাজ, তেবরাণি ও দারকুৎনী উল্লেখ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস অনেকগুলি মোহর করা আমলনামা আনয়ন করিয়া আল্লাহতায়ালার সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে, তিনি বলিবেন, এইগুলি নিক্ষেপ কর, আর এইগুলি গ্রহণ কর। ফেরেশ্‌তাগণ বলিবেন, আমরা তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, উক্ত ব্যক্তি যাহা করিয়াছে, আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আল্লাহ বলিবে, এইগুলি আমার সন্তোষ লাভের জন্য করিয়াছিল না, (বরং পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করিয়াছিল) এই ব্যক্তি যাহা আমার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে করিয়াছে অদ্য আমি তাহাই মঞ্জুর (গ্রহণ) করিব। তেরমাজ, এবনে মাজা, এবনো-হাব্বান ও বয়হকী এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ যে সময় কেয়ামতে সমস্ত লোক একত্রিত করিবেন, সেই সময় একজন ঘোষণাকারী ফেরেশ্‌তা ঘোষণা করিয়া বলিবেন, যে ব্যক্তি কোন সৎকার্য্য লোকের নিকট সম্মান লাভ করনেচ্ছায় করিয়াছে, সে ব্যক্তি যেন উহার প্রতিফল আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট চেষ্টা করে।

সহিহ মোসলেমে আছে, প্রথমেই কেয়ামতের দিবস এক

জত সহিদের বিচার করা হইবে। খোদাতায়ালা তাহাকে আনয়ন পূর্ব্বক নিজের দান রাশির কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিবেন, তুমি এই সমুদয়ের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিবে, আমি তোমার পথে জেহাদ করিতে গিয়া শহিদ হইয়াছিলাম। খোদাতায়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, লোকে তোমাকে বীরপুরুষ বলিবে, এইজন্য তুমি জেহাদ করিয়াছিলে। লোকে তোমাকে বীরপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। তখন তাঁহার আদেশে উক্ত ব্যক্তিকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

তৎপরে তিনি একজন আলেম, কারী উপস্থিত করিয়া নিজ দানরাশির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি তৎ সমস্তের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে? তদুত্তরে তিনি বলিবেন, আমি কোরআন পাঠ করিয়াছিলাম, এলম্ (ধর্ম্ম বিদ্যা) শিক্ষা করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়াছিলাম। আল্লাহ বলিবেন, লোকে তোমাকে আলেম ও কারী বলিবে এই ধারণায় উহা করিয়াছিলে, তোমার সেই স্বার্থ সিদ্ধি হইয়াছে। তখন তাঁহার আদেশে উক্ত ব্যক্তিকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

তৎপরে একজন সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি আমার দানরাশি পাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে? সে ব্যক্তি বলিবে, আমি তোমার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক উপযুক্ত স্থলে অর্থদান করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন লোকে তোমাকে দাতা বলিবে, এই ধারণায় তুমি উহা করিয়াছিলে; তৎপর তাহাকে এই অবস্থায় দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

এবনে মারদাওহে উল্লেখ করিয়াছেন, এক ব্যক্তিকে কেয়ামতের

দিবস আনয়ন করা হইবে, তাহার নামায় আমলে পাহাড় তুল্য নেকী থাকিবে। সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালাকে বলিবে. খোদা, আমি ওমুক ওমুক নামাজ ও রোজা করিয়াছি, তৎ শ্রবণে আল্লাহতায়ালা বলিবেন, তুমি লোকের নিকট সম্মান প্রাপ্তির আশায় এই সমস্ত করিয়াছিলে, আমি খোদা, আমা ব্যতীত বন্দিগী (উপাসনার) যোগ্য আর কেহ নাই. আমার দীন বিশুদ্ধ (খাঁটি) তখন তাহার নেকীগুলি বিনষ্ট করা হইবে। সেই সময় লেখক ফেরেশ্তা দ্বয় বলিবেন, তুমি আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে এই কার্য্যগুলি করিয়াছিলে।

হিসাব ও নেকী বদী ওজন করার পরে দোজখের পৃষ্ঠের উপর পোলছেরাত স্থাপন করা হইবে। উহা ১৫ সহস্র বৎসরের পথ উহা কেশ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও তরবারি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট। এক শ্রেণীর লোক বিদ্যুতের ন্যায়, এক শ্রেণীর লোক প্রবল বায়ুর ন্যায়, কেহ ঘোটক বা উষ্ট্রের গতিতে. কেহ ধীর গতিতে উহা অতিক্রম করিবে কেহ মহা কষ্ট সহকারে উহা অতিক্রম করিবে। কাহারও কতক শরীর দগ্ধীভূত হইতে থাকিবে। যাহার নেকীর পরিমাণ যত বেশী, সে ব্যক্তি তত অধিক সহজে ও দ্রুতগতিতে উহা অতিক্রম করিবে। উহার দুই পার্শ্বে আকর্ষণী রাশি থাকিবে, ফাছেক পাপিদিগকে তদ্বারা দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। প্রথমেই হজরত নবি করিম (ছাঃ) ও তাঁহার সৎ উম্মতদল উহা অতিক্রম করিয়া যাইবেন। পয়গম্বরেরা ও ফেরেশ্তারা সৎ বান্দাদিগের জন্য "ছাল্লেম" "ছাল্লেম" বলিতে থাকিবেন। উহার দুই পার্শ্বে গচ্ছিত ও আত্মীয়তা উপস্থিত হইয়া বলিবে, যে, কেহ গচ্ছিত নষ্ট ও আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করিয়াছে, সে যেন উহা অতিক্রম করিতে না পারে। কোরবানীর জীব বোরাক হইয়া সৎ লোকদিগকে পার করিয়া দিবে। উহার

নিম্নদেশ হইতে অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকিবে, নামাজ, রোজা, দান ইত্যাদি উক্ত লোককে অগ্নি হইতে রক্ষা করিবে। সৎ লোকেরা পোলছেরাত অতিক্রম করা কালে দুই দুইটি জ্যোতিঃ (মশাল) পাইবেন, কিন্তু মোনাফেক (কপট) দল আলোক না পাইয়া বলিবে, হে ইমানদারগণ তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমরা তোমাদের আলোক হইতে আলোক জ্বালাইয়া লইব, তাঁহারা বলিবেন, তোমরা পশ্চাৎ দিক হইতে জ্যোতিঃ সংগ্রহ করিয়া লও। ইহারা পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হইয়া গাঢ়তম অন্ধকারে পতিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং দেখিতে পাইবে উভয় দলের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। তখন ইহারা বলিতে থাকিবে, আমরা কি তোমাদের সহচর ছিলাম না, অদ্য কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? তাঁহারা বলিলেন, হাঁ সহচর ছিলে, কিন্তু অন্তরে সন্দেহ স্থান দিয়াছিলে এবং শরিয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলে না. এই জন্য অদ্য তোমরা বিপন্ন হইয়াছ। এমতাবস্থায় দোজখের অগ্নি তাহাদিগকে ধরিয়া নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিবে।

হজরত নবি করিম (ছাঃ) বেহেশ্তবাসি হওয়ার পরে কয়েকবার খোদার অনুমতি লইয়া গোনাহগার উম্মতকে শাফায়াত করিয়া দোজখ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন। বহ্‌রোছ-ছাফেরা, মেশকাত।

স মা প্ত